

শ্রীগুরু কথামৃত বিন্দু

১০ম সংখ্যা | ২০২১



শ্রীশ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী
গুরুমহারাজের শিষ্যবৃন্দ এবং তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষীদের জন্য

“অমৃত বসুধা ধারা”

শ্রীশ্রীমত জয়পতিবণ স্বামী গুরুমহারাজের

প্রবচন থেকে সংগৃহীত বিবিধ পারমার্থিক বিষয়বস্তুর আরসংক্ষেপ

দীক্ষাগুরুর সান্নিধ্যলাভ

বলা হয়ে থাকে যে, বিগ্রহ অথবা গুরুদেবকে খুব নিকট থেকে দেখা উচিত নয়। আমি জানি কখনও বা শ্রীল প্রভুপাদের পরিচারকেরা পর্যন্ত প্রভুপাদকে বলত, “আমার মনের মধ্যে খুব বেশি ঘরোয়া সম্পর্ক বোধ গড়ে উঠছে দেখছি।” শ্রীল প্রভুপাদ বলতেন যে, শিষ্য যখন গুরুর সাথে খুব বেশি ঘরোয়া সম্পর্ক বোধ উপলব্ধি করতে থাকে, সেটা পরিমার্জিত জীবনে হয় খুবই ক্ষতিকর, আর প্রায়ই তিনিও তাদের সেবা কাজ বদলে দিতেন।

সেই কারণেই কেউ যখন গুরুর খুব বেশি সান্নিধ্য পায়, তাতে মুশকিল হয়। কখনও-বা ভক্তেরা অনুযোগ করে থাকে যে, তারা গুরুকে কখনই দেখতে পায় না, বা তার বেশি সান্নিধ্য পায় না। আবার অন্য দিকে, যে সমস্ত ভক্ত সকল সময়ে গুরুর সান্নিধ্য লাভ করছে, কোনও কোনও ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, কৃপার আধিক্য তাদের কাছে অতিরিক্ত হয়ে ওঠে। দীক্ষাগুরু সকল সময়ে ভক্তকে পরিশুদ্ধ করতে থাকেন এবং সচরাচর দিনের পর দিন,

মাসের পর মাস ওতপ্রোতভাবে পরিশুদ্ধ হয়ে ওঠার মতো ততটা সহিষ্ণুতা ভক্তদের থাকে না। সেটা কেবল পরিপক্কদের সঙ্গেই আসতে থাকে।

মানুষকে ভগবদ্ভক্তির স্তরে এসে জানতে হবে, সে কে, এবং সেইভাবে মনকে গড়ে নিতে হবে। মনটা একটা বাচ্চা শিশুর মতো। তোমাকে সেই মনকে বুদ্ধি দিয়ে চালাতে হবে। যখন মন ইন্দ্রিয় উপভোগের কথা ভাবছে, তোমাকে তখন তাকে কৃষ্ণের দিকে ফিরিয়ে দিতে হবে। আর যখন মনটা খানিকটা ঘরোয়া পরিচিতিমূলক জড় জাগতিকভাবে গুরুদেবের কথা বা প্রবীণ বৈষ্ণবদের বা বিগ্রহাদির কথা ভাবতে থাকে, তখন তোমাকে মনটা দমন করতে হবে—“না, ঐভাবে চিন্তা করো না। যদিও কোনও প্রবীণ বৈষ্ণব আমার সাথে খুব ঘরোয়া হয়ে মেশেন, সেটা তাঁর কৃপা।” তুমি যদি মনকে তার নিজের মতো চলতে দাও, তা হলে সব সময়ে সে ভুল পথটাই ধরবে, কারণ সেটা তো জড়বাদী। বুদ্ধি দিয়ে মনকে পরিচালনা করতে হবে। তাই তো বলা হয় যে, সুনিয়ন্ত্রিত মন হল মানুষের সেরা বন্ধু আর অনিয়ন্ত্রিত মন দুর্দান্ত শত্রু। যখনই আমরা মনকে তার নিজের মতো চলতে দিই, অমনি ঝঞ্ঝাটে পড়ি আমরা। সকল সময়ে আমাদের মনকে সাধু, শাস্ত্র এবং গুরুর নির্দেশ অনুযায়ী বুদ্ধির নিয়ন্ত্রণে রাখা চাই। মন সব সময়ে আমাদের বেকায়দায় ফেলবে। কিন্তু মন কি করছে তা যাচাই করে বুদ্ধির ওপরে ভরসা রাখ। যদি অসাবধান হয়ে মন কি করছে না লক্ষ্য রাখি

আর মনে যা আসছে, তাই মেনে চলি কেবলই, তা হলে নিশ্চয়ই
ঝাঞ্জাটে পড়ব। বুদ্ধির দ্বারা মনকে দমন করে ধীর (সুস্থির, প্রশান্ত)
হতে হবে।

তথ্য সূত্র: শ্রীগুরু মুখ পদ্যবাক্য, প্রথম সংখ্যা, পৃষ্ঠা: ২৭

“ শিক্ষাগুরু দুই ধরনের-একজন
শিক্ষাগুরুর সমান এবং অন্যজন যিনি
সেবা এবং শিক্ষায় সহায়তা করেন,
আমাদের সাধনা কমন হওয়া উচিত,
আমাদের কি করা উচিত এবং বিষয়ে
উপদেশ দেন। ”

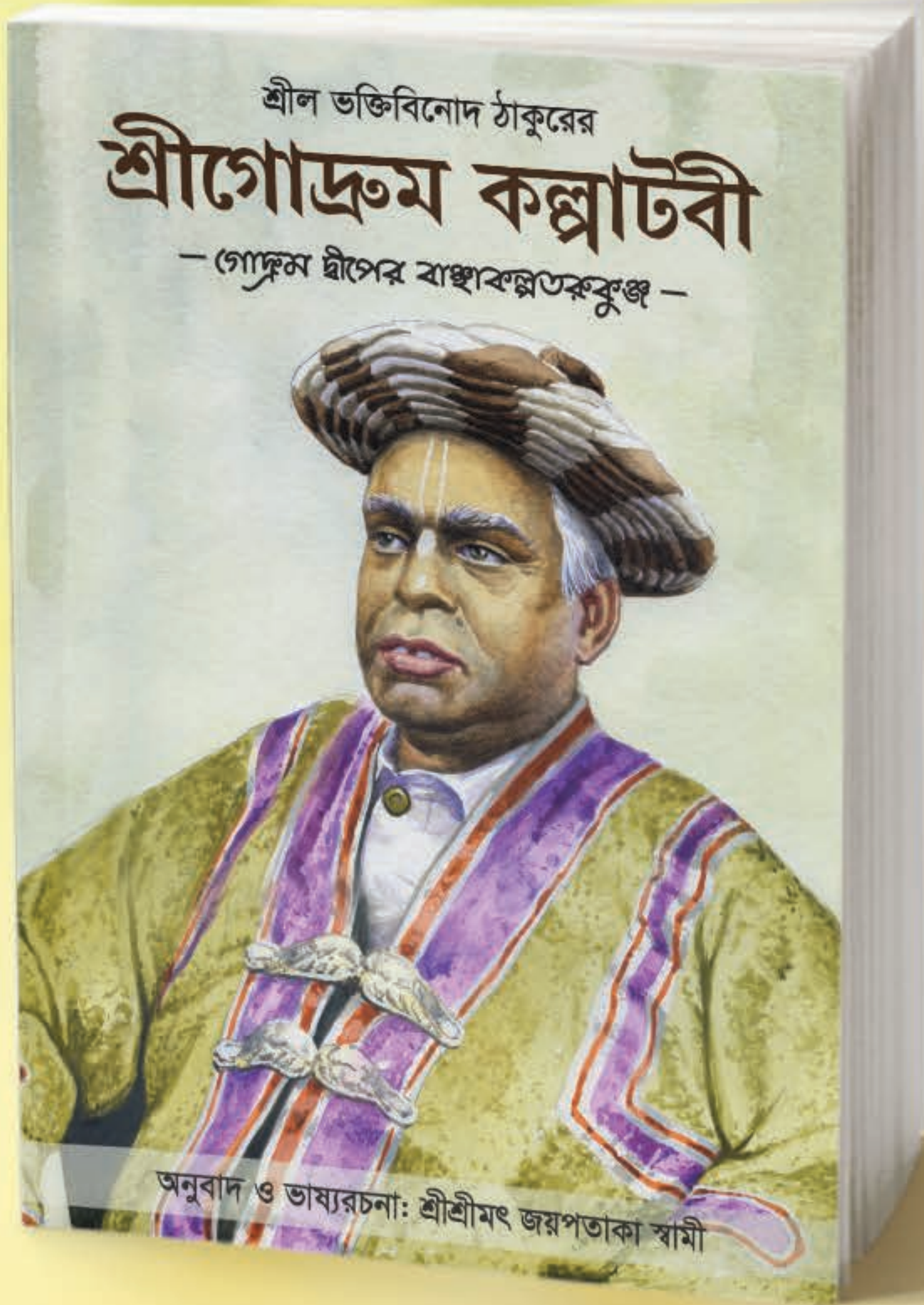
-২৬ জানুয়ারি ২০২০, ঠাকুরগাঁও, বাংলাদেশ



ভিক্টোরী ফ্লাগ পাবলিকেশন্স প্রকাশিত

লেখক: শ্রীশ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী

+919800915553 



শ্রীগুরু কথামৃত বিন্দু

জে.পি.এস আর্কাইভস

ফ্ল্যাট এস-১, তৃতীয়তল, প্রভুপাদ নিবাস, অভয়নগর,

পোঃ- শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪১৩১৩।

magazine.jpsarchives@gmail.com

+919681916108

www.jayapatakaswamiarchives.net